দক্ষিণ এশিয়ার পুরোনো সমাধি ও সমাধিক্ষেত্রের যত্ন নেওয়া বিষয়ক

একটি ব্যবহারিক পুস্তিকা

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান ফর সেমিট্রিয ইন সাউথ এশিয়া (বিএসিএসএ)-এর জন্য ড. নীতা দাস কর্তৃক রচিত; সহায়তায় ড. সারাহ রাদারফোর্ড ও ড. রোযি লুয়েলিন-জোনস। বাংলায় অনুবাদ: ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

London 2020

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত পুরোনো ইউরোপীয় সমাধিক্ষেত্রসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য রচিত এটা একটি ব্যবহারিক পুস্তিকা। দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্য ও পর্যটনশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত এসব সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের সুনির্দিষ্ট সমস্যা বিষয়ক এটাই প্রথম প্রকাশনা।

যেসব পদ্ধতি ও দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত তা চিহ্নিত করতে এই সংক্ষিপ্ত ও সরল ম্যানুয়েলটি সহায়তা করবে। কোনো বিশেষ কাজ বা মেরামতকর্মে নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তির জন্য এটা সহায়ক হবে। পুরোনো সমাধিক্ষেত্রসমূহের সাধারণ সমস্যাদি এবং তার সমাধান এতে প্রদর্শিত হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত সমাধিক্ষেগুলো পাহাড়ের খাড়া ঢাল থেকে শুরু করে সমতল মরুভূমি এবং বর্ষা-পরবর্তী সময়ে গজানো উদ্ভিদসহ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সমাধির ধরনেও প্রচুর ভিন্নতা আছে। তবে কিছু মুলনীতি আছে যেগুলি অধিকাংশ সমাধিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। সমাধিগুলো প্রধানত স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে গড়ে তোলা হয়েছিল, যেগুলো আজও মেরামতের কাজে ব্যবহার করা যায়।

পুনরুদ্ধারের কাজটি করতে হবে সংবেদনশীলতার সঙ্গে, যাতে করে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক আচ্ছাদন ও চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখা যায়। এরপর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

এই ম্যানুয়েল প্রণয়নকারী ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান ফর সেমিট্রিয ইন সাউথ এশিয়া (বিএসিএসএ) হলো একটি লন্ডনভিত্তিক এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) বা দাতব্য সংস্থা (চ্যারিটি) যা ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেসব স্থানে গমন করেছে সেখানকার পুরোনো ইউরোপীয় সমাধিক্ষেত্রসমূহের পরিচর্যা এর বিবেচ্য বিষয়।

সূচিপত্র

পর্ব-১

১.০ সমাধিক্ষেত্র

১.১ সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ

১.২ সমাধিক্ষেত্রের রূপকল্প

১.৩ সমাধিক্ষেত্র পরিচালনার লোকবল

২.০ ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ

২.১ ঐতিহাসিক তাৎপর্য

২.২ সংরক্ষণকারী সংস্থাসমূহ

২.৩ অনৈতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ

২.৪ যথোপযুক্ত পুনরুদ্ধার

৩.০ রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৩.১ নিরাপত্তা

৩.২ ভূদৃশ্য ও ব্যবস্থাপনা

৩.৩ গৃহস্থালি

৩.৪ দর্শনার্থী, পরিকল্পনা ও দলিল-সংরক্ষণ

৩.৫ রক্ষণাবেক্ষণের চেকলিস্ট বা তালিকা

পর্ব-২

৪.০ কাঠামোসমূহ পুনরুদ্ধার

৪.১ স্মৃতিস্তম্ভের প্রকারভেদ

৪.২ সমাধির বিভিন্ন অংশ

৪.৩ নির্মাণপদ্ধতি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

৪.৪ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাধারণ কারণ

৪.৫ সাধারণ সমস্যাদি

৫.০ মেরামতকাজের পরিকল্পনা

৫.১ ডকুমেন্টেশন

৫.২ জরিপ করা

৫.৩ ব্যয়ের প্রাক্কলন

৬.০ ব্যবহারিক মেরামতপদ্ধতি

৬.১ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত সামগ্রী

৬.২ স্মৃতিস্তম্ভের বিভিন্ন অংশ

৬.৩ ন্যূনতম হস্তক্ষেপ

৬.৪ দেবে যাওয়া ও ভূগর্ভস্থ কাঠামো

৬.৫ আচ্ছাদন ও জোড়া লাগানো

৬.৬ অক্ষর-চিত্রণ

৬.৭ পাথর পরিষ্কার করা

প্রাসঙ্গিক পরিভাষা

বিএসিএসএ সম্পর্কে

পর্ব-১

১.০ সমাধিক্ষেত্র

১.১ সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশ

একটি সমাধিক্ষেত্র, কবর বা গোরস্তানের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় থাকে: সামগ্রিক জায়গা, পুরোনো কবর ও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ এবং নতুন সমাধি। সামগ্রিকভাবে স্থানটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সীমানা-প্রাচীর, প্রবেশপথ, সমাধিসমূহ, গাছপালা, এবং নির্মিত কাঠামো - যার মধ্যে আছে প্রার্থনাগৃহ, কার্যালয়, আসা-যাওয়ার রাস্তা, সন্নিহিত এলাকা এবং সম্পর্কিত সেবা বা কাঠামো।

স্থানসমূহের একটি দালিলিক পরিকল্পনা এবং অবস্থান, মাত্রা ও অন্যান্য বিবরণ সংক্রান্ত চিত্রাঙ্কন থাকলে ভালো হয়। এই তথ্যটি পুরোনো নথি এবং সামগ্রিক ডিজিটাল চিত্রের আকারে সংগ্রহ করা যায়, যা একজন স্থপতি বা ভবন জরিপকারী তৈরি করতে পারে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাক্কলন এবং দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে এসব তথ্য বেশ কাজে লাগে।

১.২ সমাধিক্ষেত্রের রূপকল্প

তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পর প্রথমত সমাধিক্ষেত্রের সামগ্রিক অবস্থার মূল্যায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সামগ্রিক রূপকল্প প্রণয়ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সমাধিক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন নেওয়া কোনো একক 'প্রকল্প' নয়। বরং এটা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা কয়েক প্রজন্মব্যাপী বিরাজ করতে পারে। অতএব সমগ্র স্থানটির জন্য একটি সরল, টেকসই এবং ধাপওয়ারি রূপকল্প তৈরি করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিকল্পনা, তহবিল সংগ্রহ, এবং বাস্তবায়নের জন্য সময়রেখাসহ উন্নয়নকাজের সম্ভাব্য বাজেট থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সমাধিক্ষেত্রটিতে কি কবর দেওয়া বন্ধ আছে, সেটা কি ঐতিহ্যের অংশ, অথবা এখনো কি ব্যবহৃত হচ্ছে, ইত্যাদি মাপকাঠির ভিত্তিতে রূপকল্প বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

আত্মীয়, পর্যটক ও কর্মচারীসহ দর্শনার্থীদের জন্য স্থান সংকুলান, সমাধির নিবন্ধনবই, কমিম্পউটার, টয়লেট ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

১.৩ সমাধিক্ষেত্র পরিচালনার লোকবল

একটি সমাধিক্ষেত্র পরিচালনার জন্য লোকবলের প্রয়োজন হয়। এটা যদি একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া সমাধিক্ষেত্র হয়, তাহলে অন্তত একজন কেয়াটটেকার বা তত্ত্বাবধায়ক, কয়েকজন মালী, এবং একজন ব্যবস্থাপক থাকতে হবে।

সমাধিক্ষেত্রটি যদি ব্যবহারের আওতায় থাকে, তাহলে একজন ব্যবস্থাপকসহ কার্যালয় এবং সম্ভবত একজন হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন হবে। সমাধিক্ষেত্রের যদি ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে, তাহলে পরিচালনার দলে একজন স্থপতি বা সংরক্ষণ স্থপতি থাকতে পারে। কর্মচারীরা খণ্ডকালীণ, পূর্ণকালীন বা পরামর্শক হতে পারে।

প্রতিটি সমাধিক্ষেত্রে একদল ট্রাস্টি বা অছি থাকা প্রয়োজন যারা রূপকল্প প্রণয়ন, তহবিল সংগ্রহে সহায়তা প্রদান, কাজ ও তহবিলের প্রবাহ পরিবীক্ষণের জন্য নিয়মিত বিরতিতে সভায় মিলিত হবে। যেসব কর্মচারীর নিয়মিত তত্ত্বাবধান প্রয়োজন তাদেরকে নিয়োগদান এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণও ট্রাস্টিদের কাজ।

২. ঐতিহাসিক স্থাপনাসমূহ

২.১ ঐতিহাসিক তাৎপর্য

একটি সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ বা বিচ্ছিন্ন স্মৃতিসৌধের ঐতিহাসিক মর্যাদাটা প্রথমত বোঝা ও তার নথিপত্র তৈরি করাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ ভাষায়, একশত বছরের অধিক পুরোনো যে কোনো কাঠামো যার সঙ্গে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার সংযোগ আছে তাকে 'ঐতিহাসিক' বলা হয়ে থাকে। একটি 'ঐতিহ্যগত' সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ বা বিচ্ছিন্ন স্মৃতিসৌধ হলো সেটা যা জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কিত সংস্থা, অথবা এনজিও'র পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে অথবা সেগুলোর তালিকাভুক্ত হয়।

২.২ সংরক্ষণকারী সংস্থাসমূহ

যখন কোনো একটি সংস্থা একটি সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ বা বিচ্ছিন্ন স্মৃতিসৌধের দায়িত্ব নেয়, তখন সেটাকে একটি 'সংরক্ষিত' স্মৃতিসৌধ বলা হয়ে থাকে, এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমোদন ব্যতীত সেখানে কোনো কাজ করা যায় না। অন্যান্য পুরোনো কাঠামো 'ঐতিহাসিক' হতে পারে, কিন্তু তাদের কোনো আইনি সুরক্ষা নেই। অতএব সমাধিক্ষেত্র, গোরস্তান বা অন্যান্য ঐতিহ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিসমূহের দলিলাদি স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণ করাটা কাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

জাতীয় সংস্থাসমূহ

ভারত: আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই); বিভিন্ন রাজ্যের স্থাপত্য দপ্তর; ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট অ্যান্ড কালচারাল হেরিটেজ (আইএনটিএসিএইচ)।

পাকিস্তান: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম্স; হেরিটেজ ফাউন্ডেশন অব পাকিস্তান।

বাংলাদেশ: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি।

শ্রীলঙ্কা: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি।

২.৩ অনৈতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ

তিন প্রকার সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভকে অনৈতিহাসিক বলা হয়ে থাকে। এগুলো পুনরুদ্ধারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এগুলো হলো:

ক) নতুন কবরের স্মৃতিস্তম্ভ;

খ) পুরোনো বা নতুন কবর, যাতে কোনো স্মৃতিস্তম্ভ নেই;

গ) এমন সব ঐতিহাসিক সমাধি যেগুলো মাত্রাতিরিক্ত ভেঙে পড়ার কারণে মেরামত বা পুনরুদ্ধারের অযোগ্য।

উপর্যুক্ত সবক্ষেত্রেই কোনো পুনরুদ্ধার সামগ্রী বা পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। এগুলো পুনর্নির্মাণের জন্য 'নতুন' এবং সমসাময়িক সামগ্রী ও নকশা ব্যবহার করা যায়, যা পরিবারের সদস্যরা বেছে নিতে পারে, অথবা সমাধি ট্রাস্ট বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তাবিত প্রতিরূপ হতে প্রাপ্ত পথনির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।

কাজটি সমাধা করার জন্য ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় ঠিকাদারদেরকে নিয়োগ দেয়া যায়। একজন স্থপতি বা প্রকৌশলীকেও নিয়োজিত করার সুযোগ আছে। এটা নির্ভর করবে পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছার উপর।

কাজ শুরুর আগে তৈরি নকশা ও ব্যয়ের প্রাক্কলন পরিবারের সদস্যদেরকে অনুমোদন করতে হয়। তাদেরকে নতুন সমাধি নির্মাণের মতো কাজটি তত্ত্বাবধানও করতে হয়। পরিবারকে বিভিন্ন ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথভাবে এ ধরনের সমাধির রক্ষণাবেক্ষণও করতে হয়। অনৈতিহাসিক সমাধিসমূহ 'ঐতিহ্যভিত্তিক' অনুদান পাওয়ার যোগ্য নয়।

২.৪ যথোপযুক্ত পুনরুদ্ধার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণশৈলীর পরিবর্তন হয়। একটি শতবর্ষী পুরোনো কাঠামোকে মেরামত করতে হলে এমন পদ্ধতির প্রয়োগ লাগে যা সমসাময়িক কাজের চেয়ে ভিন্ন। অতএব প্রথম কাজটি হবে সেসব কাঠামোকে চিহ্নিত করা যেগুলোর 'ঐতিহাসিক' মূল্য আছে এবং যার স্পর্শকাতর বা সূক্ষ্ম পুনরুদ্ধার প্রয়োজন।

৩. রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

৩.১ নিরাপত্তা

বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ সমাধিক্ষেত্রেই নিরাপত্তা একটি অন্যতম সমস্যা। অতএব প্রথমে ও সর্বাগ্রে যা করা প্রয়োজন তা হলো একটি মজবুত সীমানাপ্রাচীর দ্বারা স্থাপনাটি ঘিরে ফেলা। প্রাচীরটিকে ভালো অবস্থায় রাখতে হবে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলেই তা মেরামত করতে হবে।

স্থানটিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা (সিসিটিভি) স্থাপন করতে হবে। একজন কেয়ারটেকারকে (চৌকিদার হিসেবেও পরিচিত) নিরাপত্তার দিকটি দেখতে হবে, যে প্রয়োজন হলে পরিবারসহ স্থানটিতে অবস্থান করবে।

একটি বৃহৎ ও খোলামেলা স্থানে একাকী বসবাস করাটা বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষ করে যদি মাদকাসক্ত, মাতাল, এবং বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রধারী চোরদেরকে মোকাবিলা করতে হয়। রাত্রিকালে সমাধিক্ষেত্রসমূহ অবৈধ কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি এবং ভবঘুরেদের আবাস হয়ে উঠতে পারে।

তাই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং নিকটস্থ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাটা বাঞ্ছনীয় হবে, যাতে করে সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের দ্বারস্থ হওয়া যায়। স্থান সংকুলান হলে মালীদেরকে স্থাপনার অভ্যন্তরে থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করা যায়।

৩.২ ভূদৃশ্য ও ব্যবস্থাপনা

এরপর যেদিকে নজর দিতে হবে তা হলো সহজে রক্ষণাবেক্ষণ ও মানুষের চলাচলের জন্য সমাধিক্ষেত্রটিকে গমনোপযোগী রাখা।

সকল পথ ও রাস্তা সবসময় পরিষ্কার ও উন্মুক্ত রাখতে হবে।

সমাধিক্ষেত্রকে বন্যা থেকে রক্ষা করতে একটি উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। বর্ষার পূর্বে নর্দমাগুলো পরিষ্কার করতে হবে।

ক্রান্তীয় বা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলে বিশেষত বর্ষাকালের পরবর্তীয় সময়ে গাছপালা নিয়মিত সাফ করতে হবে।

কখনো কখনো বুনো উদ্ভিদ ও লতাপাতাকে একটি সহজে নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোপণধারা দিয়ে প্রতিস্থাপন করাটা হিতকর হবে। তবে এরজন্য নিয়মিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩.৩ গৃহস্থালি

সমাধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নিয়মিত ঝাড়ু দেওয়া ও পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। ভেজা পাতা, বর্ষাকালে গজিয়ে ওঠা শৈবাল, এবং পাহাড়ি সমাধিক্ষেত্রের পাইন-গাছের কাঁটা পিচ্ছিল হয়ে কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

বৃহৎ সমাধিক্ষেত্রসমূহের কার্যক্রম নিয়মানুগ কার্যপদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ ঝাড়ু ও অন্যান্য হাতে ধরা সরঞ্জামের ব্যবহার সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর হতে পারে।

স্থানীয় পৌরসভার সহযোগিতায় জৈব বর্জ্য এবং আবর্জনা সংগ্রহের জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা বাঞ্ছনীয়।

বৈদ্যুতিক মিটার, আলোকসজ্জা, পাম্প, নর্দমা, সিসিটিভি ক্যামেরা, বিল ও কর পরিশোধ ইত্যাদি যাবতীয় পরিষেবা চালু রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য একজন কর্মচারীকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন।

৩.৪ দর্শনার্থী, পরিকল্পনা ও দলিল সংরক্ষণ

কোনো পারিবারিক সমাধি খুঁজে পেতে আগ্রহী দর্শনার্থীদের জন্য সমাধিক্ষেত্রকে সহজপাঠ্য করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দর্শনার্থীরা যদি স্বাগতবোধ করেন এবং সমাধিক্ষেত্রটি যদি ব্যস্ততার মধ্যে সচল থাকে, তাহলে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড রোধ হবে। সারির নম্বর, টয়লেট, প্রবেশ ও প্রস্থান ইঙ্গিত করার জন্য অনধিকার চর্চা না করে স্পষ্ট প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে।

সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশের স্থানে একটি বোর্ডের উপর সাধারণ স্থাপনা-পরিকল্পনা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। এতে সমাধিক্ষেত্রের নাম, ঠিকানা এবং সম্ভব হলে যোগাযোগের টেলিফোন নম্বর থাকতে হবে। প্রতীক বা চিহ্ন প্রদর্শনে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হবে তা যেন চোরদেরকে আকৃষ্ট না করে অথবা প্রাকৃতিকভাবেও তা যেন সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

সমাধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে স্থাপনা-পরিকল্পনায় প্রদর্শিত প্লট নম্বর, সারি, এবং সমাধির দলিলাদি রেফারেন্স হিসেবে সহজলভ্য থাকতে হবে।

সমাধিক্ষেত্রটিকে সহজপাঠ্য ও গমনোপযোগী করার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

৩.৫ রক্ষণাবেক্ষণের চেকলিস্ট বা তালিকা

সমাধিক্ষেত্র ও এর অভ্যন্তরের পুনরুদ্ধারকৃত কাঠামো নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

সাপ্তাহিক ও মাসিক পরিদর্শনে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে অবাঞ্ছিতভাবে গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদ এবং দেয়াল ও সমাধিতে সৃষ্ট ক্ষতি বা ফাটল পরীক্ষা করা। স্মৃতিস্তম্ভ হতে বড় উদ্ভিদ সরিয়ে ফেলার সময়, বিশেষত শেকড় যদি কাঠামোকে ভেদ করে থাকে, তাহলে ক্ষতি যাতে না বাড়ে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

বার্ষিক পরিদর্শনসমূহ হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত। যাবতীয় ক্ষতি ও তার ব্যাপ্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তা মোকাবিলায় কার্যক্রম চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে।

গৌণ বিষয়গুলো একজন স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ককে দিয়ে দেখভাল করাতে হবে। অন্যদিকে গুরুতর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে। কথায় যেমন বলে, 'সময়ের একফোঁড় অসময়ের দশফোঁড়'।

সমাধিক্ষেত্রকে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, অসামাজিক কার্যকলাপ, অবৈধ কাঠামো (অনধিকারপ্রবেশ) এবং অনুপ্রবেশকারী হতে রক্ষা করতে হবে।

নর্দমা এবং অন্যান্য পরিষেবার অবস্থান চিহ্নিত করে তার মানচিত্র তৈরি করুন। নর্দমাগুলো পরিষ্কার রাখুন এবং কোনোরকম ক্ষতি পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই তা মেরামতের উদ্যোগ নিন, যাতে করে পরিস্থিতি আরও খারাপ না হয়।

সমস্যা বেড়ে যাওয়ার পূর্বেই পথসমূহ ও সেগুলোর প্রান্ত বা কিনারা মেরামত করুন।

নিয়মিতভাবে বর্জ্য অপসারণ করুন।

পর্ব-২

৪.০ কাঠামোসমূহ পুনরুদ্ধার

৪.১ সমাধিক্ষেত্রের ধরন

সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাধিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই গম্বুজসহ বৃহৎ দোতলা কাঠামোবিশিষ্ট হতো, যা স্তম্ভ ও মিনারের শীর্ষে লতাপাতাসহ বিশদভাবে কারুকাজ খচিত হতো। এসব স্মৃতিস্তম্ভের অধিকাংশই ছিল সংরক্ষিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থাপত্যরীতি পশ্চিমের নিও-ক্লাসিকাল পুনর্জাগরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্মৃতিস্তম্ভ, পিরামিড এবং কখনো কখনো ভস্মাধারসহ একক স্তম্ভের মতো জ্যামিতিক নকশার তখন বেশ প্রচলন ছিল। একটি সমাধির আকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও সামাজিক অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করতো।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাধিসমূহ রানি ভিক্টোরিয়ার আমলের ব্রিটেনে ধর্মীয় পুনরুত্থানকে প্রতিফলিত করতো। এতে সন্নিবেশিত ছিল গোথিক স্থাপত্য, ক্রুশ, আবেগপ্রবণ শিলালিপি এবং প্রতিমূর্তি। বিংশ শতাব্দীতে সমাধিসমূহের বিন্যাস সরল হয়ে পড়ে, যাতে মাটিতে অনুভূমিকভাবে সমতল পৃষ্ঠযুক্ত ফলক বা তক্তা পেতে রাখা হতো; আরও থাকতো খোদাই করা সমাধিফলক অথবা উপরে একটি ক্রুশ এবং সিঁড়িবিশিষ্ট মার্বেলের বেদি।

সাধারণভাবে অন্যান্য প্রকার সমাধির মধ্যে আছে ব্যারেল সমাধি। এটা হয়ে থাকে অর্ধ-বৃত্তাকার ও বাঁকানো, অনেকটা একটি পিপা কেটে অর্ধেক করার মতো। এছাড়া আছে বাক্স-সমাধি, যার আকার সমচতুর্ভুজ বা আয়তক্ষেত্রের অনুরূপ, যাকে একটি স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয় এবং যার নিচে কফিন রাখা হয়।

৪.২ সমাধির বিভিন্ন অংশ

একটি সাধারণ সমাধিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়:

ক) ভূ-গর্ভস্থ কাঠামো বা সমাধিকক্ষ।

খ) কাঠামোর ভার বহনকারী স্তম্ভ, কখনো কখনো প্রতিবন্ধকসহ।

গ)ভূ-উপরিস্থ কাঠামো, যার মধ্যে আছে লেজার-পাথর, নিম্ন ও শীর্ষদেশে স্থাপিত প্রস্তরখণ্ড বা স্মৃতিস্তম্ভ, অথবা এগুলোর সমন্বয়ে তৈরি কাঠামো।

৪.৩ নির্মাণ পদ্ধতি ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি

যাদের সামর্থ্য ছিল তারা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত বালুপাথর এবং মার্বেল ব্যবহার করলেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সমাধি ইটের অভ্যন্তরভাগসহ পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকতো। মিহি পলেস্তারা তৈরি হতো চূর্ণকৃত ঝিনুক, চুন, সুরকি এবং আখের গুড়ের (বন্ধনকারী বস্তু হিসেবে) মিশ্রণে। তাছাড়া, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত মাটির হামানদিস্তা এবং চুনের পলেস্তারাও সাধারণভাবে ব্যবহার করা হতো।

বাইরের আচ্ছাদন বা পলেস্তারার ক্ষয় হলে লাখোরি নামে পরিচিত কমলা/লাল রঙের ছোট আয়তক্ষেত্রাকার ইট অনেক সময় দৃশ্যমান হতো। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত ইট এবং সহজলভ্য পাথরকেও সাধারণভাবে ব্যবহার করা হতো। ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ব্যাপক তারতম্যের কারণে পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করার পূর্বে একটি বস্তুগত বিশ্লেষণ সমাধা করাটা উত্তম।

স্মৃতিস্তম্ভের এক বা একাধিক দিকে পাথর, মার্বেল বা স্লেটপাথরের তৈরি শিলালিপির ফলক সন্নিবেশিত করা হতো।

স্তম্ভ, থাম বা উঁচু স্মৃতিস্তম্ভে লোহার দণ্ডকে মজ্জা বা মেরুদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো, যার চতুর্দিকে ইট বসানো হতো। ইটের গম্বুজ বা ইট-নির্মিত সমাধির উপর স্থাপিত আলংকারিক মৃন্ময়পাত্রের ক্ষেত্রেও লৌহদণ্ডকে নোঙর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। স্মৃতিস্তম্ভের চতুর্দিকে লোহার বেড়া ছিল বেশ জনপ্রিয়। যদিও এর প্রায় সবগুলোই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, অনেক প্রতিবন্ধক বা স্তম্ভের যেসব স্থানে এগুলো সন্নিবেশিত ছিল তার গর্ত বা ছিদ্র এখনো দেখা যায়।

৪.৪ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাধারণ কারণ

সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার চারটি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হয়:

ক) ঝোড়ো আবহাওয়া; বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বৃষ্টি এবং দিবাকালীন উচ্চ তাপমাত্রা।

খ) সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য রক্ষণাবেক্ষণের হিসাবে ঘাটতি, বিশেষ করে এগুলোতে যখন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও শেকড়-প্রণালি বৃদ্ধি পাওয়ায় বুনিয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ) তৃতীয় প্রধান কারণ হলো পুরোনো সমাধিতে নতুন দাফন। খোদাই করা লেজার-পাথর এবং পাথরের অন্যান্য সজ্জা যখন দ্বিতীয়বার সমাধিস্থকরণের পর সরিয়ে ফেলা বা পুনরায় ব্যবহার করা হয়, তা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে পড়ে। যদি পাথরের নিচের কাঠামো ভালোভাবে সমান করে বা সঠিকভাবে নির্মাণ না করা হয়, তাহলে সমাধির উপরিভাগ বসে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে উপরে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভও বসে যায় এবং কখনো কখনো ভেঙে পড়ে।

ঘ) ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, গ্রাফিতি অঙ্কন এবং দর্শনার্থী ও পর্যটকদের বেপরোয়া কার্যকলাপও সমাধির ক্ষতি করতে পারে।

৪.৫ সাধারণ সমস্যাদি

দেবে যাওয়ার কারণে সমাধিফলক এবং স্মৃতিস্তম্ভ হেলে পড়া বা ধসে যাওয়া।

ভূপৃষ্ঠ হতে সমাধি ধসে পড়া।

স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধির ভেতর ও চতুর্দিকে উদ্ভিদ ও শেকড় বৃদ্ধি পাওয়া।

কাঠামোগত দুর্বলতা ও সুনির্দিষ্ট ক্ষতির কারণে স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধি ধসে পড়া।

ক্ষয়ে যাওয়া দ্রব্যাদির মধ্যে আছে ক্ষয়প্রাপ্ত পাথর (এমনকি মার্বেলও উপর্যুপরি বর্ষার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে), এবং ক্ষতিগ্রস্ত বা খোয়া যাওয়া সীসার লেখা বা শিলালিপি।

৫. মেরামতকাজের পরিকল্পনা

৫.১ ডকুমেন্টেশন

পুনরুদ্ধারকাজের পূর্বে প্রথমে যেটা করা প্রয়োজন তা হলো সাবধানতা সহকারে কাঠামোটির ডকুমেন্টেশন বা দলিলকরণ। এর অর্থ হলো চারদিক হতে কাঠামোটির আলোকচিত্র তোলা, এবং এটা করার সময় সযত্নে খুঁটিনাটি বিবরণসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা।

পুনর্নির্মাণ ও প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে একটি পরিমাপ করা ড্রয়িং থাকাটা সুবিধাজনক। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে একটি কাঠামো-পরিকল্পনা, বিভিন্ন ভাগ বা অংশ, উচ্চতা, এবং নির্মাণসংক্রান্ত কিছু বিবরণ।

এরপর ব্যবহৃত দ্রব্যাদির, বিশেষত পাথর, হামানদিস্তা ও পলেস্তারার একটি সযত্ন বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। (পূর্বের অনুচ্ছেদ ৪.৩ দেখুন)

সবশেষে, যাবতীয় অক্ষর-চিত্রণ (বিশেষত লেজার-পাথরের ক্ষেত্রে) ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন।

পুনরুদ্ধারকালে প্রাপ্ত ইতিহাসসহ সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভের পুরোনো আলোকচিত্র সহায়ক ভূমিকা রাখে।

পুনরুদ্ধারকাজের পূর্বে, তা চলাকালীন সময়ে এবং সমাপ্ত হওয়ার পর আলোকচিত্রভিত্তিক ডকুমেন্টেশন করা বাঞ্ছনীয়।

৫.২ জরিপ করা

পুনরুদ্ধার পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে স্মৃতিস্তম্ভের একটি অবস্থা বা হাল-জরিপ করতে হয়। তখন যাবতীয় খুঁত ও সমস্যাবলি লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়।

উদ্ভিদের উপস্থিতি, চিড় ধরা, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দৃশ্যমান খুঁত যেমন সমস্যার লক্ষণ হতে পারে, তেমনি নিজস্ব কারণেও সেগুলো সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ফলে, উদ্ভিদ গজিয়ে ওঠাটা দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে, কারণ ময়লা-আবর্জনা জমে গেলে ছোট গাছপালা গজিয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

একইভাবে, ফাটল ধরাটা ভারের কারণে বসে যাওয়া, ভূমি দেবে যাওয়া, অথবা গাছপালার শেকড় ভেদ করার কারণে হতে পারে।

অতএব, কোনো হস্তক্ষেপের প্রস্তাব করার পূর্বে অবস্থার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। স্মৃতিস্তম্ভের সুষ্ঠু ও দীর্ঘজীবন নিশ্চিত করবে না এমন লক্ষণ-ভিত্তিক মেরামতের পরিবর্তে

যেসব প্রধান সমস্যার কারণে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোটা গুরুত্বপূর্ণ।
পুনর্নির্মাণ ও প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা, বিভিন্ন অংশ, উচ্চতা, এবং কিছু নির্মাণ-বিবরণীসহ একটি পরিমাপ করা ড্রয়িং বা রেখাঙ্কন কাজে আসবে।
এরপর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, বিশেষত পাথর, হামানদিস্তা ও পলেস্তারার ধরন ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। (উপরের অনুচ্ছেদ নং ৪.৩ দেখুন)
পরিশেষে, বিশেষত লেজার-পাথরের যাবতীয় অক্ষর-চিত্রণ ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স হিসেবে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।
প্রাপ্ত ইতিহাসসহ সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভের একটি পুরোনো আলোকচিত্র পুনরুদ্ধারের সময় কাজে আসবে।
আলোকচিত্রভিত্তিক দলিলকরণ পুনরুদ্ধার চলাকালে, তার পূর্বে ও পুনরুদ্ধারের পরেও চালিয়ে যেতে হবে।

৫.৩ ব্যয়ের প্রাক্কলন

একজন প্রকৌশলী বা স্থপতির মতো কারিগরি বিশেষজ্ঞ স্মৃতিস্তম্ভের দলিলকরণ ও হাল-জরিপ সমাধা করতে পারে; কিন্তু ঐতিহাসিক কাঠামোর মেরামত ও পুনরুদ্ধারের বিষয়ে তাদের কিছু জ্ঞান থাকতে হবে।
সমস্যাবলি মূল্যায়ন করার পর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বা স্থপতি পরিমাণভিত্তিক ব্যয়ের ভিত্তিতে একটি ব্যয়সংক্রান্ত প্রাক্কলন করবে, যা কেবল কাজের পদ্ধতির রূপরেখাই প্রদান করবে না, পুনরুদ্ধারে কী পরিমাণ ব্যয় হবে সে বিষয়েও মক্কেল/পরিবারের সদস্য/গির্জাকে একটি ধারণা পেতে সহায়তা করবে।
এরপর ঐতিহাসিক কাঠামো নিয়ে কাজ করা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী ধারণা আছে এমন দুই বা ততোধিক ঠিকাদারের কাছ থেকে মূল্যের উদ্ধৃতি নেওয়া যেতে পারে। মূল্যহার যুক্তিসঙ্গত এবং কারিগরি জ্ঞান আছে এমন একজনকে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করাটা বাঞ্ছনীয়।

৬. ব্যবহারিক মেরামত পদ্ধতি

৬.১ পুনরুদ্ধারে ব্যবহৃত সামগ্রী

বন্ধনী হিসেবে চুন ও মাটিকে এবং সমষ্টিগতভাবে ব্যবহারের জন্য নদীর বালুকে প্রয়োগ করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মাণকাজ চালানো হয়েছে।
হামানদিস্তা তৈরির জন্য মাটি বা কাদামাটির সঙ্গে বালু মেশানো হয়েছে, আর পলেস্তারার জন্য চুন ও বালুর মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে।
দ্রুততার সঙ্গে স্থাপনের জন্য পোড়া ইটের পাউডার বা সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে।
এটা লক্ষণীয় যে পারিবারিক সমাধির ক্ষেত্রে পাতলা হামানদিস্তা ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে করে তা সহজে খোলা বা পুনর্ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভবিশিষ্ট সমাধির ক্ষেত্রে আরও শক্ত হামানদিস্তা ও পলেস্তারা ব্যবহার করা হয়েছে।
পুরোনো সামগ্রী এবং হামানদিস্তা ও পলেস্তারা তৈরিতে সাদৃশ্যপূর্ণ দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন করাটা বাঞ্ছনীয়, বিশেষত রং, রন্ধ্র এবং কাঠিন্য মেলানোর সময়।

৬.২ স্মৃতিস্তম্ভের বিভিন্ন অংশ

যে কোনো সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়:
ক) ভূগর্ভস্থ কাঠামো।
খ) স্তম্ভপীঠ অথবা জমির উপরে এবং স্তম্ভের তলদেশে নির্মিত চতুষ্কোণ ভিত্তি।
গ) তথ্যের ফটক, যা হতে পারে একটি লেজার-পাথর, উপরে বা নিচে স্থাপিত সমাধিফলক, অথবা স্মৃতিস্তম্ভ।
সমাধির ভূগর্ভস্থ অংশ এবং স্তম্ভপীঠ নির্মাণের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সামগ্রী হলো ইট। স্তম্ভপীঠকে এরপর পলেস্তারা দিয়ে ঢাকা যায় অথবা পাথর দ্বারা সজ্জিত করা যায়।
শিলালিপি সাধারণত মোটা পাথরের উপর খোদাই করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসব পাথর প্রতিস্থাপন করাটা কষ্টসাধ্য।
কাঠামোটি খুলতে হলে তা ধীরে ধীরে ও যত্নসহকারে করা উচিত। তাছাড়া ব্যবহৃত সামগ্রী, বিশেষত ব্যবহৃত ইটের আকার এবং সজ্জা ও খোদাই করার জন্য ব্যবহৃত পাথরের পুরুত্ব ও মানের দিকে খেয়াল করা উচিত। সমজাতীয় ইট ও পাথর ব্যবহার করে পুনরুদ্ধারের কাজটি সমাধা করতে হবে।

৬.৩ ন্যূনতম হস্তক্ষেপ

পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম হস্তক্ষেপকে সেরা কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব স্মৃতিস্তম্ভটি ভালো অবস্থায় থাকলে কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে হাত দেওয়া ঠিক হবে না।
পুনরুদ্ধারের নামে অনেক সময় চকচকে করার জন্য যান্ত্রিকভাবে পাথর ঘষামাজা অথবা নতুন পাথরে সজ্জিত স্মৃতিস্তম্ভের পলেস্তারা পালিশ করতে দেখা যায়। এটা কেবল ঐতিহাসিক কাঠামোর নান্দনিক মানই নষ্ট করে ফেলে না, অধিকন্তু পুরোনো সামগ্রীও নষ্ট করে।

৬.৪ দেবে যাওয়া ও ভূ-গর্ভস্থ কাঠামো

প্রথমত কাঠামোর স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন। যদি তা স্থিতিশীল হয় তাহলে মাটির নিচে থেকে কাজ শুরু করার কোনো প্রয়োজন নেই।
যদি অস্থিতিশীল হয়, তাহলে কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ কাঠামোর অবস্থা ও ত্রুটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বেশিমাত্রায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় উঁচুনিচু ভূমির সৃষ্টি

করে। এর ফলে গভীর শেকড়ওয়ালা গাছপালার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়।

সমাধির উপর একটি বৃহৎ ও অস্থিতিশীল স্মৃতিস্তম্ভের ক্ষেত্রে ভিত্তি মজবুত করতে ঠেস দেওয়া কংক্রিট, পাথর বা ইট ব্যবহার করা যায়।

মাটির নিচের স্তম্ভপীঠ বা খিলানের মেরামতটা কঠিন এবং অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব যদি একটি বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ তার উপর বসানো থাকে। সেক্ষেত্রে প্রকৌশলীর পরামর্শের প্রয়োজন হতে পারে।

যদি সমাধিতে কোনো বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ ব্যতীত একটি অজটিল স্তম্ভপীঠ থাকে, তবে দীর্ঘমেয়াদে সাবধানতা সহকারে আচ্ছাদন ও ইটের কাজ খুলে নেওয়াটা ফলদায়ক হবে। এরপর শেকড় অপসারণের পর উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে পুরো কাঠামোটি পুনর্নির্মাণ করা যায়।

দ্রষ্টব্য: ভূগর্ভস্থ স্তম্ভপীঠ যদি খুলে ফেলা হয়, তখন শায়িত শবের হাড়গোড় বেরিয়ে আসার সমস্যাটি দেখা দেয়। ফলে পুনরায় সমাধিস্থ করার প্রয়োজন হয়। উদারহণস্বরূপ, ভারতে এটা একটি বড় বিষয়।

৬.৫ আচ্ছাদন ও জোড়া লাগানো

পাথরে আচ্ছাদন দেওয়াটা একটি নির্মাণশৈলী যা সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়। স্তম্ভপীঠ ও স্মৃতিস্তম্ভে আচ্ছাদন দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই প্রকার কৌশল প্রয়োগ করা যায়। একটি ভেঙে পড়া নামফলক বা লেজার-পাথর অথবা অলঙ্কৃত পাথর মেরামত করাটা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

ঐতিহ্যগতভাবে, পাথর বা লোহার তৈরি পেরেকসমূহ পাথর জোড়া লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। লোহার পেরেকে মরচে বা জং ধরে, যা পাথর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি বড় কারণ। অতএব সাবধানতা সহকারে লোহা সরিয়ে ফেলা এবং স্টেইনলেস ইস্পাত বা ফাইবারগ্লাসের পিন দ্বারা তার প্রতিস্থাপন মেরামতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ভেঙে পড়া পাথর মেরামতে পেরেক ও পিনের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত জোড়া লাগানোর আঠা ব্যবহার করা যায়।

৬.৬ অক্ষর-চিত্রণ

সমাধি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অক্ষর-চিত্রণ। অধিকাংশ ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধে সীসা দ্বারা অক্ষর-চিত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু এসব শিলালিপি হতে হয় সীসা চুরি হয়েছে, অথবা তা মুছে গেছে। বর্তমানে সীসার ব্যবহার কেবল বেআইনিই নয়, এমনকি স্থানীয়ভাবে তা করার জন্য কারিগরও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের সেবা আমদানি করাটাও বেশ ব্যয়বহুল।

অন্যান্য ধরনের অক্ষর-চিত্রণ, যেমন ছায়া সৃষ্টির জন্য গভীর উপত্যকার মতো খোদাই করা, অথবা বিসদৃশভাবে খচিত কাজের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে কারিগর না পাওয়া গেলে তা বেশ ব্যয়বহুল হয়।

৬.৭ পাথর পরিষ্কার করা

খুইয়ে ফেলা পাথরখণ্ডে খোদাইয়ের কাজ করার জন্য খোদাইকারী পাওয়াটা সহজতর। কিন্তু সাদৃশ্যপূর্ণ পাথরের স্থুল-খণ্ডের ক্রয়াদেশ দেওয়াটা বেশ ব্যয়বহুল। সমাধির মতো ছোটখাটো কাঠামোর ক্ষেত্রে বিষয়টি সুরাহা করা সম্ভবপর না-ও হতে পারে; ফলে পুনরুদ্ধারকারীরা চিত্রিত অক্ষরে রং করে, অথবা পলিমার দিয়ে গর্ত ভরাট করে থাকে। এ দুটো পন্থাই অপরিপাটি এবং বেশিদিন টিকেও না।

বিষয়টি সাবধানতাসহকারে দেখাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় বিবরণসহ নিকটবর্তী স্থানে একটি অতিরিক্ত ফলক স্থাপন করা যায়, অথবা সাবধানতা অবলম্বন করে তা স্মৃতিস্তম্ভে বসানো যায়, যা শ্রেয়তর বিকল্প।

প্রাসঙ্গিক পরিভাষা

Chunam: চুনভিত্তিক পলেস্তারার আচ্ছাদন।

Dowel: একটি কাঠামোর অংশদ্বয়কে জোড়া লাগানোর জন্য ব্যবহৃত পেরেক, গজাল বা খিল; এটা ধাতু, পাথর বা কাঠের তৈরি হতে পারে।

Grave: একটি বিশেষ শবদাহের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক কবর; এর চতুর্দিকে প্রতিবন্ধক বা পাথর দিয়ে বাঁধানো কিনারা থাকতে পারে।

Headstone: সমাধির মাথার দিকে স্থাপিত একটি সাধারণ স্মৃতিফলক।

Inscription: স্মৃতিস্তম্ভের উপর লিপিবদ্ধ তথ্য।

Kerb: যে পাথর বা গাঁথন দিয়ে সমাধিকে ঘিরে রাখা হয়।

Lakhori: ক্ষুদ্রাকৃতির সেদ্ধ ইট।

Ledger Stone: একটি সমাধিকে ঢেকে রাখা পাথরের ফলক, যাতে যার মরদেহ তার পরিচয় সম্পর্কে ইঙ্গিত থাকে।

Members: স্মৃতিস্তম্ভের বিভিন্ন অংশ।

Monument: সমাধির ভূ-উপরিস্থ কাঠামো।

Plinth: একটি স্মৃতিস্তম্ভকে যে পাথর বা কংক্রিটের প্যাড দ্বারা সমর্থন জোগানো হয়।

Repair: একটি কাঠামো বা বৈশিষ্ট্যের অবস্থা উন্নততর করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট ভৌত কার্যক্রমের প্রয়োজন হয়।

Restoration: যে প্রক্রিয়ায় একটি সমাধির আচ্ছাদন বা কাঠামোকে তার ঐতিহাসিক ভালো অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

Vault: যে ভূগর্ভস্থ কাঠামোতে কফিন রাখা হয়।

Conservation: আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো ও ভবনের সংরক্ষণ।

বিএসিএসএ সম্পর্কে

বিএসিএসএ দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল সংখ্যক সমাধিক্ষেত্র পুনরুদ্ধারে অর্থায়নের কাজ পরিচালনা করে এসেছে; কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই নয় (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা যার অন্তর্ভুক্ত), মিয়ানমার (বার্মা) ও মালয়েশিয়ায়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিএসিএসএ'র লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত শত ইউরোপীয় সমাধিক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন গোরস্তান ও স্মৃতিস্তম্ভের ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে তাদেরকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। এসব মেরামত ও পুনরুদ্ধারের কাজে সংস্থাটি সীমিত সংখ্যক ক্ষুদ্র অনুদান প্রদান করে থাকে।

আরও তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটি দেখুন: www.bacsa.org.uk